Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## ইসলামের দৃষ্টিতে সময়ের গুরুত্ব


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাছিমা বেগম

রোলঃ 216020406


৬ জুন,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### রিসার্চের বিষয়ঃ

## ইসলামের দৃষ্টিতে সময়ের গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাছিমা বেগম

রোলঃ 216020406

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ইসলামের দৃষ্টিতে সময়ের গুরুত্ব" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নাছিমা বেগম, আইডিঃ 216020406 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামের দৃষ্টিতে সময়ের গুরুত্ব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

নাছিমা বেগম

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৬ জুন, ২০২৪ ইং

**নাছিমা বেগম**

আইডিঃ 216020406

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

# সূচিপত্র


সময়.......................................................................................................5

ইসলামে সময়ের গুরুত্ব .....................................................................................5

বিশেষ সময়ের গুরুত্ব.......................................................................................7

সময় ব্যাবস্তাপনা ..........................................................................................8

সকাল ও দুপুরের মাঝে ..................................................................................11

দুপুর.......................................................................................................12

দুপুর ও বিকালের মাঝে...................................................................................13

সন্ধ্যা......................................................................................................15

রাত........................................................................................................16

ইসলামী মনীষীদের সময় মূল্যায়ন ....................................................................20

সময়ের গুরুত্ব উপলব্ধি : .................................................................................20

সময়ের অপচয় রোদ ......................................................................................23

## সময়

সময়ের গুরুত্ব বুঝতে হলে প্রথমত আমাদের জানতে হবে সময় আসলে কী? এই যে সকাল থেকে সন্ধ্যা হচ্ছে, রাত-ভোর হচ্ছে, ঘড়ির কাটা ঠিক ঠিক করে ঘুরছে সবাই এটাকেই সময় বলে জানে। আসুন, আমরা একটু গতানুগতিক ধারার বাহিরে গিয়ে চিন্তা করে দেখি সময় টা আসলে কী যা জানলে আমরা সময়ের গুরুত্ব বুঝতে পারবো। আসলে সময় হচ্ছে আমাদের হায়াতের সমষ্টি। এক মিনিট সময় চলে গেলো মানে আমার হায়াত এক মিনিট কমে গেলো। এক ঘন্টা সময় নষ্ট হয়ে গেলো মানে আমার হায়াত এক ঘন্টা কমে গেলো। এক দিন চলে যাওয়া কেটে গেলো মানে

আমার একদিন হায়াত উদাসিনতায় ধ্বংস হয়ে গেলো। আমরা কিন্তু জানিনা কার হায়াত কতটুকু সময়। আর কতটুকু সময় আমার বাকি আছে আমরা জানিনা। তাই এই বর্তমানে আমার যে সময় চলছে সেই সময়টাকে কাজে লাগিযে আমার দুনিয়া ও আখিরাত সুন্দর করার প্রয়াস চালাতে সময়ের গুরুত্ব দেয়া আমাদের জীবনেরই দাবি।

## ইসলামে সময়ের গুরুত্ব

সময় এমন এক মূল্যবান সম্পদ যা ফিরে যায় তা আর আসে না। সময়ের সমষ্টিই জীবন। তাই জীবনের যে মূল্য সময়ের মূল্য ও তার চেয়ে কম নয়। নবীজি (স) এর হাদিসে এবং কুরআনের বানীতে সময়ের গুরুত্ব নিয়ে অনেক আলোচনা আছ। নবীজি(স) এর দৃষ্টিতে,কে না চায় না সৌভাগ্যবান হতে? আপনিও নিশ্চয়ই চান একজন সৌভাগ্যবান ব্যাক্তি হতে। নবীজি (স.) কে জিগ্যেস করা হযেছিল সৌভাগ্যবান কারা? নবীজি (স) বললেন সৌভাগ্যবান তো তারাই যারা দীর্ঘায়ু লাভ করেছে এবং তার সময়

নেক কাজে ব্যায় করেছে। বলা হলো হতবাগা কারা রাসূল (স.) বললেন যারা অনর্থক সময় ব্যায় করে। আমরা

জানিনা আপনি, আমি দীর্ঘায়ু লাভ করতে পারবো কিনা কিন্তু আমরা আমাদের চলমান সময়কে নেক কাজে ব্যায় করতে পারি এবং হতবাগা হওয়া থেকে নিজেদের হেফাজত করতে পারি। দেখুন, সময়ের গুরুত্ব বুঝাতে নবীজির কি সুন্দর হাদিসের বাণি!

সময়ের মূল লক্ষ্য পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- 'আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে পৃথিবীর কোনো জীবজন্তুই তাকে রেহাই দিতেন না কিন্তু তিনি নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদের অবকাশ দিয়ে থাকেন তারপর তাদের সময় পূর্ণ হলে তারা জানতে পারবে আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের প্রতি সম্যকদ্রষ্টা' (সূরা ফাতির-৪৫)। অন্যত্র বলেছেন

"যখনই অবসর পাও ইবাদতের কঠোর শ্রমে লেগে যাও এবং সে রবের প্রতি মনোযোগ দাও' (সূরা ইনশিরাহ: ৭-৮) রাসূল সা:- সময়কে কেমন মূল্য দিতেন তা তার ইবাদত ও আমল থেকে বোঝা যায়। ইসলামে অবসর সময়ের ওও কত গুরুত্ব! অবসর সময়ে আপনি কী করবেন তারও গাইড লাইন দেওয়া আছে। ধরুন হঠাৎ আপনি আখিরাত সম্পর্কে উদাসীন হয়ে গেছেন। কেউ একজন আপনাকে

বললো "সাবধান হও, তোমার প্রতিটি সেকেন্ডের হিসাব আল্লাহকে দিতে হবে তখন আপনার অবস্থাটা কেমন হবে? আপনার কি মনের ভেতর একটা ধাক্কা লাগবেনা? আপনার কি নিজেকে সংশোধনের ইচ্ছে জাগবেনা? হ্যাঁ, এখানেই ইসলামে সময়ের গুরুত্বটা আপনি অনুভব করতে পারবেন।

## বিশেষ সময়ের গুরুত্ব

সময় মানেই ইসলামে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা আছে। তবে বিশেষ কিছু সময়কে আরো অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সময়ের গুরুত্ব বুঝাতে কুরআনুল কারিমে একটি সূরা নাযিল করেছেন। যে সূরাটি সম্পর্কে আমরা সবাই জানি যার নাম হলো "সূরাতুল আছর"। এখানে "আছর" দিয়ে আছর থেকে মাগরিবের সময়কে বুঝানো হয়েছে। তেমনি আরেকটি সূরার নাম করণ করা হয়েছে "সূরা ফাজর"। এখানেও "ফাজর" বলতে ফজরের সময় টাকে বুঝানো হয়েছে। হাদিসে এসেছে দিনে দুইবার পৃথিবীতে ফেরেশরাতা নেমে আসেন।

একদল ফজরে আসেন আর আরেক দল আছরের সময়ে আসেন। তারা ফিরে গেলে আল্লাহ সুবানাহু ওয়ালায়ালা তাদের জিগ্যেস করেন আমার বান্দাদের কী অবস্থায় পেলে? ফেরেশতারা বলেন আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন তারা নামাজরত অবস্থায় ছিলো যখন আমরা ফিরে এসেছিলাম তখন ও তারা নামাজরত অবস্থায় ছিলো। তাহলে একটু ভাবুন তো এই ফজর এবং আছরের সময়টা কতটা বরকতপূর্ণ। তাছাড়া নবীজী (স.) দুয়া করেছেন যাথে সকাল বেলা বরকত নাযিল করা হয়। তাই ফজরের সময়ের বিশাল গরুত্ব রয়েছে.আল্লাহ সুহানাহুত্তা শেষ রাত্রির সময়ের কথা ও কুরআনে অনেকবার উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ হলো একজন মুমিনের জীবনের পুরো সময়টাই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু কিছু কিছু সময় আছে যেগুলো অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এতটাই গুরুত্ব বহন করে যে কুরআনের মতো মহাগ্রন্থে সময়গুলোর কথা এসেছে।

তাহাজ্জুদের সময়ের গুরুত্ব আমরা সবাই জানি। কিন্তু কজন আমরা এই সময়কে কাজে লাগাতে পারি?

মহান আল্লাহ প্রতি রাতে নিকটবর্তী আসমানেমহান আল্লাহ প্রতি রাতে নিকটবর্তী আসমানে অবতীর্ণ হন, যখন রাতের শেষ তৃতীয় ভাগ অবশিষ্ট থাকে। তিনি তখন বলতে থাকেন, কে আছো যে আমায় ডাকবে? আর আমি তার ডাকে সাড়া দেবে। কে আছো যে আমার কাছে কিছু চাইবে, আমি তাকে তা দান করব। কে আছো যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, আর আমি তাকে ক্ষমা করব..? সহিহ বোখারি। এই সময় টা দোয়া কবুলের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা এই সময়ে নিজেকে ঘুম থেকে টেনে তুলতে পারলেই দুনিয়া ও আখিরাতে লাভবান হতে পারবো। আপনি অন্য সবার চেয়ে দুনিয়াবি কাজেও এগিয়ে থাকতে পারবেন সাথে আখিরাতের কাজেও।

## সময় ব্যাবস্তাপনা

[27/05, 11:46 am] Amr: একজন নেককার মানুষের কাছে যে সময় থাকে একজন পাপি ব্যাক্তির কাছে ও ঠিক একই সময় থাকে।সবাই-ই ২৪  ঘন্টা সময় পায় কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে সময় ব্যাবস্থাপনায়।কেউ তার সময়কে নেক কাজে ব্যায় করে জান্নাত কিনে নিচ্ছে আর কেউ  জাহান্নাম ক্ষরিধ করছে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে সময়কে কে কোন কাজে ব্যায় করছে সেটার উপর।তাই আমাদের উচিত আমরা আমাদের মহামূল্যবান রত্ন  সময়কে কোন কাজে ব্যায় করছি।এই বিষয়টা ভাবার অবকাশ আমাদের কাছে এখনও আছে।চোখটা বন্ধ একটু   ভাবি আমরা আমাদের সময়টা জান্নাতের পথে ব্যায় করছি নাকি জাহান্নামের পথে?আমাদের গন্তব্যটা ঠিক হবে পথ টা দেখে আসলে আমরা কোন পথে হাঁটছি?

[30/05, 11:41 am] Amr: আপনার ইহকালীন জীবন থেকে শুরু করে পরকালীন জীবনের সব কিছুই এই সময় ব্যাবস্থাপনার উপর নির্ভরকরে। শয়তান আপনার সময় নিয়ন্ত্রণ করছে নাকি আপনার সময় আপনার নিয়ন্ত্রণে তা অনুভব করাটা খুবই দরকারী।

আপনি যখন সময়কে ভালো কাজে লাগাতে পারবেন না,পাপের অতল গহব্বরে তলিয়ে যায় আপনার রত্ন নামক সময় যা আপনার মনে আপনার সম্পর্কে খারাপ ধারণা তৈরি করে এবং আপনি আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তা'য়ালার রহমত থেকে নিরাশ করতে পারে। তাই সময়কে গুরুত্বের সাথে ব্যাবহার করতে ইসলামের মূল্যবান বাণি আমরা পাই। ইসলামের সময় ব্যাবস্থাপনা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যখন আমরা সালাতের সময়ের দিকে তাকাই।পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। সেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই স্বলাত আদায় করা প্রত্যেক সাবালিক মুসলমানের উপর ফরজ। একজন মুসলিম তাই সময় নিয়ে খুবই সচেতন থাকে।একজন মুসলিমের ফজর থেকে যোহরের কাজ কর্মের হিসাব থাকবে,যোহর থেকে আছরের কাজের রুটিন থাকবে,আছর থেকে মাগরিবের মধ্যবর্তী সময় অথতাই নষ্ট করে দিতে পারেনা, মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত সময়টা অনর্থক নয়।ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, দুটি নিয়ামত এমন রয়েছে যে ব্যাপারে অধিকাংশ লোক প্রতারিত হয়। তা হলো- সুস্থতা ও অবসর সময়।' (বুখারি, হাদিস : ৬৪১২) হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

'আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন আমল আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়? তিনি উত্তরে বললেন,

যথাসময়ে আদায়কৃত নামাজ।' (বুখারি, মুসলিম, তিরমিজি, নাসায়ি)

ওই আয়াত ও হাদিস দ্বারা বোঝা গেল সময়ের গুরুত্ব অপরিসীম, তাই সময়ের কদর করতে হবে। সময়কে মূল্যায়ন করতে হবে। সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হবে। হেলায় খেলায় সময়কে নষ্ট করা যাবে না। সময় এমন এক মূ

সময় ব্যাবস্থাপনার বিষয়টি আসলেই আমরা নবীজি(স.) এর টাইম-ম্যানেজম্যান্ট দেখতে পারি। কত সুনিনণ ভাবে সময় মত কাজ করতেন----

মধ্যরাত ও ভোর

* মধ্যরাতে বা এর কিছু আগে ঘুম থেকে উঠতেন।

* এরপর মেসওয়াক করে আকাশের দিকে তাকিয়ে সূরা আলে ইমরান এর ১৯০-২০০ আয়াত পাঠ করতেন।

• অতঃপর উযু করতেন।

* এরপর কিছুক্ষণ যিকর করে ২ রাকাত সংক্ষিপ্ত সালাত দিয়ে কিয়ামুল লাইল শুরু করতেন।

* রাতের ১/৬ বাকি থাকতে তিনি সামান্য বিশ্রামের জন্য বিছানায় ডান কাত হয়ে ডান হাতের তালুতে গাল রেখে শুয়ে থাকতেন।

* বিলাল (রা) এর আযানের শব্দে তিনি উঠে যেতেন এবং আযানের জবাব দিতেন।

* এরপর ফজরের ২ রাকাত সুন্নাহ আদায় করতেন এবং মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হতেন।

সকাল

* ফজরের সালাত আদায় করে তিনি যিকরে মশগুল হতেন।

* ফজরের সালাত আদায় করে তিনি যিকরে মশগুল হতেন।

যিকিরের পর সাহাবীদের নিয়ে বসতেন এবং তাঁদের কথোপকথন শুনতেন।

• কখনও কখনও সাহাবীদের স্বপ্নের বাখ্যা দিতেন, কেউ অসুস্থ থাকলে তার খবর নিতেন।

• এভাবে তিনি সূর্যোদয় পর্যন্ত মসজিদেই অভিবাহিত করতেন।

## সকাল ও দুপুরের মাঝে

মসজিদ থেকে বের হয়ে একে একে সকল স্ত্রীর কক্ষে যেতেন এবং তাঁদেরকে সালাম দিতেন, তাঁদের জন্য দুয়া করতেন।

সকল স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ শেষে পুনরায় তিনি মসজিদে ফিরে আসতেন এবং ২ রাকাত নফল সালাত আদায় করতেন।

এরপর সাহাবীদের সাথে আলাপ করতেন, তাদেরকে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতন ও শিক্ষা দিতেন, নাদীয়া করতেন। কখনও কখনও ছোট শিশুদের তাঁর কাছে নিয়ে আসা হত, তিনি শিশুদের জন্য দুয়া করতেন।

• বেদুইনরা দ্বীন সংক্রান্ত প্রশ্ন করতে এসময়ে আসত এবং মদীনার বাইরের প্রতিনিধিদলও এসময়ে আসতেন।

* জরুরী মুহুর্তে এই সময়টায় পরামর্শসভা বসত। মজলিস শেষে সাহাবীগণ কেউ কেউ জীবিকার কাজে বেরিয়ে পড়তেন,

কেউবা বাসায় বিশ্রাম নিতেন।

নবীজি কখনও  বিশ্রাম নিতে যেতন, কখনও মদীনার রাস্তায় হাঁটতেন।

কারও দাওয়াত থাকলে দাওয়াত রক্ষা করতে যেতেন বা কেউ অসুখ থাকলে তাকে দেখতে যেতেন।

## দুপুর

* সকালের শেষে দুপুর গড়িয়ে এলে নবীজি স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে থাকার পালা থাকত তাঁর ঘরে প্রবেশ করতেন।

ঘরে ঢুকে মিসওয়াক করে সবাইকে সালাম দিতেন।

* যুহরের সালাতের আগ পর্যন্ত হালকা একটু ঘুমিয়ে নিতেন।

## দুপুর ও বিকালের মাঝে

• ঘুমিয়ে থাকলে যুহারের আযানের শব্দে তাঁর ঘুম ভাঙত।

• উবু করে তিনি যুহরের ৪ রাকাত সুন্নাহ সালাত ঘরেই আদায় করতেন।

এসময় মাঝে মাঝে হাসান-হোসাইন তাঁর সাথে খেলতে আসত।

জুহরের জামাতের  জন্য বিলাল (রা) ডাক দিলে তিনি মসজিদে যেতেন।

কখনও আবার হাসান বা হুসাইনকে কোলে নিয়েও মসজিদে যেতেন।

* সালাতের পর সাহাবীদের দিকে ঘুরে বসতেন এবং তাদেরকে নাসীহা করতেন।

• কখনও কখনও এই সময়ে মদীনার বাহির থেকে

প্রতিনিধিদল তাঁর সাথে দেখা করাত আসত।

• এরপর ঘরে ফিরে যুহরের ২ রাকাত সুন্নাহ সালাত

আদায় করে কিছুক্ষণ পর আবার মসজিদে চলে

যেতেন।

আসর পর্যন্ত তিনি বহুবিধ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়বিকাল

• যুহরের তুলনায় আসরের পর নবীজি অনেক কম কথা বলতেন।

* আসরের সালাত শেষ করে তিনি একে একে সকল স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁদের সাথে খুনসুটি করতেন।

* এরপর যেদিন যার ঘরে থাকার পালা থাকত তাঁর ঘরে চলে যেতেন। কখনও আবার যার যরে থাকার পালা থাকত সকল স্ত্রী

তাঁর ঘরে জমা হতেন।

• তিনি এসময় স্ত্রীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতেন, তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতেন। অত্যন্ত আনন্দঘন পারিবারিক আবহে

তিনি এ সময়টা কাটাতেন।

কখনও আবার সাহাবীরা তাঁকে আসরের পর দাওয়াত দিতেন। তিনি দাওয়াত কবুল করতেন।

• মাগরিবের সালাত নবীজি সংক্ষিপ্ত  করতেন।

## সন্ধ্যা

মাগরিবের সালাতের পর সাহাবীদের সাথে সাধারণত কথা বলতেন না। ঘরে ফিরে ২ রাকাত সুন্নাহ সালাত আদায়

করতেন। এরপর রাতের খাবার গ্রহণ করতেন।

* তবে সিয়াম থাকলে মাগরিবের সালাতের পূর্বেই তবে সিয়াম থাকলে মাগরিবের সালাতের পূবেই ইফতার করে নিতেন ।

পর্যান্ত খাবার থাকলে তিনি অন্য ১০ জন সাহাবীকে সাথে নিয়ে খেতেন, যদিও বেশিরভাগ সময় তিনি খাদ্যের অভাবে অভুক্তই থাকতেন।

• সাহাবীদের নিয়ে খাওয়ার সময় তাদেরকে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিতেন।

স্ত্রীদের সাথে খাবার গ্রহণকালে তিনি  কথোপকথন চালাতেন।

ইশার সালাতের আগ পর্যন্ত নবীজি ঘরেই থাকতেন।

• ইশার সালাত কিছুটা দেরিতে আদায় করতেন।

## রাত

• ইশার সালাতের পর সাহাবীদের সাথে খুব কম দিনই কথা বলতেন। যেদিন বলতেন সেদিনও অনেক সংক্ষেপে কথা শেষ

করতেন।

ইশার সালাত শেষ করে ঘরে ফিরে ২ রাকাত সুন্নায় সালাত আদায় করতেন।

• এরপর স্ত্রীর সাথে খোশ-গল্প করে সময় কাটাতেন।

মাঝে মাঝে যনিষ্ঠ সাহাবীদের সাথেও সময় কাটাতেন আবার কিছু রাতে আনসারদের সাথে সময় কাটাতে যেতেন।

বাসায় ফিরে তিনি স্ত্রীর সাথে কিছু সময় গল্প

করতেন এবং কখনও প্রয়োজন বোধ করলে ঘনিষ্ঠ

সময় কাটাতেন।

এরপর পবিত্রতা অর্জন করে তিনি ঘুমের দুয়া

পড়তেন এবং ঘুমিয়ে যেতেন।

• রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে পুনরায় ঘুমানোর পূর্বে মিসওয়াক করে নিতেন।

* তিনি মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ঘুমাতেন।

নবীজী(স.) নবুয়তের মতো মহান দায়িত্ব পালন করে, মদিনা রাষ্ট্রের প্রধান হয়েও, পারিবারিক জীবনে সূচারুরূপে সময় দিতেন। নবীজী(স) এর জীবনই আমাদের টাইম ম্যানেজমেন্টের জন্য বড় শিক্ষা।

আমরা আরো তিনটি বিষয় খেয়াল রাখতে পারি...

১. আপনার সময়ের বিশ্লেষণ করুন: আপনি কোন কাজটি কখন করবেন, কখন তার সঠিক সময় তা বিশ্লেষণ করুন।

পরিকল্পনা, সম্ভাব্যতা, পারিপার্শিকতা ও প্রতিটি কাজের জন্য বিশ্লেষণমূলক সঠিক সময় নির্ধারণ ও বিন্যস্তকরণ ইসলামের দাবি।

১. নিষ্ফল বা নিরর্থক চাহিদাগুলো ঘাঁটাই করুন।

কুরআন বলছে- সেই মুমিনরা সফলকাম হয়েছে, যারা অনর্থক

কাজ থেকে বিরত থেকেছে (সূরা মুমিনুন-১ ও ৩)। এখানে ফালাহ মানে সাদনা ও সমৃদ্ধি। এটি অতি, ঘাটতি, লোকমান ও ব্যর্থতার বিপরীত অর্থবোধক শব্দ। অনর্থক কাজ মানে এমন প্রত্যেকটি কথা ও কাজ যা অপ্রয়োজনীয়, অর্থহীন ও পরিণামে কল্যাণকর নয়, কোনো প্রয়োজন নেই এবং যেগুলোর উদ্দেশ্যও ভালো নয়। যারা মুমিন তারা ওগুলো থেকে বিরত থাকে, সে দিকে তারা দৃষ্টি ফেরায় না, সে ব্যাপারে কোনো কৌতূহল প্রকাশ করে না, এ ধরনের কাজে তার মহামূল্যবান সীমিত সময় ব্যয় করে না।

সূরা ফুরকানে এ ধরনের পরিস্তিতির মুখোমুখি হাল বলা হয়েছে- যখন তারা এমন কোনো জায়গা দিয়ে চলে যেখানে বাজে কথা ও কাজের মহড়া চলে, তখন তারা ভদ্রভাবে জায়গা অতিক্রম করে চলে

যায়।' সংক্ষিপ্ত বাকাটিতে একজন প্রকৃত মুমিনের পরিচয় ধরে তোলা হয়েছে। অর্থাৎ মুমিন এমন ব্যক্তি যিনি সময় ব্যবস্থাপনায় বাজে কথা ও কাজকে প্রশ্রয় দেন না। অর্থাৎ অনর্থক বাজে কথা ও কাজে সময় ব্যায় মুমিনের কাজ নয় । এই  জীবনটাকে জীবন, বয়স, সময় ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয় সেটি আসলে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ। যেখানে সময় ব্যয় করা মানে নিজেকে ধ্বংস করা। মুমিনের অবসর সময় বলতে কিছু নেই, মানে নিজের কাজকর্ম থেকে অবসর পাওয়া। এটি জীবিকা আহরণ ও পেশাদারি কাজও হাত পারে আবার ইসলামী দাওয়াত, ইসলামের প্রচার-প্রসারের কাজও হতে পারে। এই কাজ থেকে যখনই সামান্যতমও অবসর পাবে, তখন সেই সময়টুকু বেহুদা যায় না করে ইবাদতের পরিশ্রম ও সাধনায় ব্যায় করে এবং সবদিক থেকে দৃষ্টি ও মনোযোগ ফিরিয়ে এনে একমাত্র নিজের রবের প্রতি মনোযোগী হয়ে যাও।

৩. হাতে সময় নিয়ে আপনার কাজগুলো সম্পর করার লক্ষ্য স্থির করুন:

লেখকের এ কথার অর্থ হলো- দুই বা ততধিক কাজ একই সাথে না করে; বরং একটি কাজ সূচারুরূণে সম্পন্ন করার জন্য যেই সময় প্রযোজন, ততটুকু সময় শুধু সেই কাজের জনাই নির্ধারণ করুন। তা হলে কাজটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হবে। এলামেলো অগোছালো কাজ ১০টা করার চেয়ে একটি কাজ সুচারুরূণে পালন ভালো। ইসলাম যেই কাজটিকে ইহসান এবং এর কর্মীকে মুহসিন নামে আখ্যায়িত করেছে।

ইহসান মানে সুন্দর ব্যবহার। ভালোভাবে কোনো কাজ সম্পাদন করা, কারো কষ্ট লাঘব করা ইত্যাদি। ইসলামের পরিভাষায় 'ইহসান

হলো আল্লাহর সফষ্টি লাভের জন্য উত্তমরূণে ইবাদত করা এবং তার সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা। এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি যাবতীয় কর্তব্য সুন্দর ও উত্তমরূণে সম্পাদন করার নামই ইহসান।

সময় হলো অদ্বিতীয় সম্পদ, সময় অশিতিপালক, সময় ক্ষয়প্রান্ত, যা কখনো জমা থাকে না, সময় কখনো প্রতিপাদনযোগ্যও নয় এবং এর কোনো বিকল্পও নেই। সুতরাং সময়কে কাজে লাগান। একে হেলা করবেন না। তা হলে নিজেই অবহেলিত হযে যাবেন। সময় ব্যাবস্থাপনা বজায় রাখতে গেলে আপনাকে একজন শৃঙ্খলাবদ্ধ মানুষ হতে হবে। আর

শৃঙ্খলা নির্ভর করে আপনার উইল পাওয়ারের উপর। এখানে যা যা বলা হয়েছে তা আপনার মেনে চলতে গেলে প্রথমত আপনার ইচ্ছাশক্তি থাকতে হবে। তারপর, আপনাকে টাইম-ম্যানেজম্যান্টের জন্য ধারাবাহিক কাজ চালিয়ে যেতে হবে শৃঙ্খলা রেখে। আপনার ভালো লাগুক বা না লাগুক কাজটি এখন করতে হবে মানেই করতে হবে।অন্যথায় সময়ই আপনার ক্ষতি করতে পারেন।

## ⚲ ইসলামী মনীষীদের সময় মূল্যায়ন ⚲

ইসলামে মনীষীদের জীবনের দিকে থাকালে দেখা যায় তারা সময়ের কত কদর করতেন। ইমাম ইবনু কাইয়ুম(র) বলেছেন, "সময়ের ব্যাপারে ছাড়ের প্রবণতা আত্নঘাতী। কারণ সময় অতি দ্রুত অতিবাহিত হয়। কারো জন্য অপেক্ষা করেনা"।

সময় জীবনের অমূল্য সম্পদ। মানুষের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। এর যথার্থ ব্যবহারের মধ্যে সাফল্য নিহিত। আল্লাহ মানুষকে অগণিত নিয়ামতের মধ্যে সময় সবচেয়ে দামি।

### সময়ের গুরুত্ব উপলব্ধি :

মানুষ সময়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে না।
কাজকর্মে নিষ্ক্রিয় ও অলস হয়ে পড়ে। সুস্থ ও অবসরের সময়ের ব্যাপারে উদাসীন থাকে। ফলে অসুস্থ বা ব্যস্ত হয়ে পড়লে তার কাছে সময়ের প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি হয়। হাদিসের ভাষ্যমতে, খুবই অল্প সংখ্যক মানুষ এই দুই সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পারে। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, দুটি নিয়ামত এমন রয়েছে যে ব্যাপারে অধিকাংশ লোক প্রতারিত হয়। তা হলো- সুস্থতা ও অবসর সময়।' (বুখারি, হাদিস : ৬৪১২)
সময়ের ব্যাপারে ছাড় নয় : ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেছেন, 'সময়ের ব্যাপারে ছাড়ের প্রবণতা আত্মঘাতি। কারণ সময় অতি দ্রুত অতিবাহিত হয়। কারো জন্য অপেক্ষা করে না।

আর ফিরে আসে না। সব শ্রেণির কাছে সময় সবচেয়ে সম্মানিত বস্তু। ইবাদতকারী নির্ধারিত সময়ে ইবাদত ও জিকিরে কাটিয়ে থাকেন। আল্লাহমুখী কাজে সময় ব্যয়

করেন। তাই নির্ধারিত সময় চলে গেলে তা ফিরে পাওয়া অসম্ভব। কারণ পরবর্তী সময়েরও নির্ধারিত কাজ রয়েছে। কেউ সময় অতিবাহিত করলে তা আর ফিরে পায় না।' (মাদারিজুস সালিকিন, পৃষ্ঠা : ৪৯ তাই বলা হয়, 'আল ওয়াকতু কাস সাইফি, ইন লাম তাকতাহু কাতাআক।' 'সময় তরবারির মতো। তুমি তাকে হত্যা না করলে সে তোমাকে  হত্যা করবে।' অর্থাৎ সময়কে কাজের মাধ্যমে ব্যয় না করলে সে তোমাকে অনর্থক কাজে ব্যস্ত করে রাখবে। (বাহজাতুন নুফুস, পৃষ্ঠা : ৯৬)

ইমাম শাফেয়ি (রহ.) বলেছেন, 'আমি সুফিদের সান্নিধ্যে ছিলাম। তাদের থেকে আমি দুটি কথা ছাড়া কিছুই শিখিনি। তাদের একটি কথা হলো, সময় হলো তরবারি। তুমি তাকে না কাটলে সে তোমাকে কেটে ফেলবে। আরেকটি কথা হলো, তুমি নিজেকে সত্যের কাজে ব্যস্ত না রাখলে তুমি মিথ্যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। (আল-জাওয়াবুল কাফি, পৃষ্ঠা : ২০৮)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَا مِنْ يوم ينشق فجره إلا وينادي : يا ابن آدم انا خلق جديد وعلى عملك شهيد ، فتزود مني فإني لا اعود إلى يوم القيامة )) وفي رواية أخرى : ما من يوم طلعت شمسه إلا يقول : من استطاع ان يعمل في

غيرا فليعمله، فإني غير مكرر ابدا

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন,

যখনই কোনো দিনের প্রভাত উদিত হয়, তখনই সে মানুষকে সম্বোধন করে বলে, হে বনি আদম! আমি এক নতুন সৃষ্টি এবং তোমার কর্মের সাক্ষী। সুতরাং তুমি আমার থেকে পাথেয় সংগ্রহ করো। কেননা, কেয়ামত পর্যন্ত আমি আর ফিরে আসব না।

অন্যত্র এরশাদ করেন, যখনই কোনো দিনের সূর্য উদিত হয়, তখনই সে দিন বলে, যে আমার মধ্যে কোনো কল্যাণকর্ম করতে পারে সে যেন তা করে নেয়। কেননা, আমি আর কখনো তোমাদের মাঝে ফিরে আসব না।

সালাফরা এভাবেই দিনের মূল্যায়ণ করতেন।

হজরত দাউদ তায়ী (রহ.): তিনি রুটির পরিবর্তে ছাতু খেতেন, কারণ জিজ্ঞাসা করার পর তিনি বললেন, রুটির পরিবর্তে ছাতু খেলে ৫০ আয়াত বেশি তেলাওয়াত করা যায়।

বিখ্যাত নাহুবিদ খলিল ইবনে আহমাদ (রহ.): তিনি বলতেন, আমার কাছে সবচেয়ে অসহ্যকর লাগে ওই সময়টুকু যখন আমি খাওয়া-দাওয়া করি। (সাফহাতুম মিন সাবরিল উলামা)

তারা যেমন আল্লাহর সামনে দাড়াবেন আমরাওও দাড়াবো কিন্তু কি হবে আমাদের? আজকাল কুরআন তিলাওয়াত করতে না পারার জন্য অধিকাংশ কারণ হবে সময়ের স্বল্পতা কিন্তু সালাফদের দিকে তাকান—

#কাতাদা (রহঃ) সাতদিনে একবার কুরআন খতম করতেন। রমজান মাস এলে প্রতি তিনদিনে একবার কুরআন খতম করতেন। শেষ দশ রাত্রি শুরু হলে প্রতি রাতে একবার কুরআন খতম করতেন। [আস সিয়ার, (৫/২৭৬)]

#মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রমজানের প্রতি রাত্রিতে কুরআন খতম করতেন। [নববির 'আত তিবয়ান (পৃষ্ঠা-৭৪)] তিনি বলেন: উক্তিটির সনদ সহিহ।

#রবী' বিন সুলাইমান বলেন: শাফেয়ী রমজান মাসে ষাটবার কুরআন খতম করতেন। [আস সিয়ার (১০/৩৬)]

#কাসেম বিন হাফেয ইবনে আসাকির বলেন: আমার পিতা নিয়মিত জামাতে নামায ও কুরআন তেলাওয়াত করতেন। প্রতি শুক্রবারে কুরআন খতম করতেন। রমজান মাসে প্রতিদিন খতম করতেন। [আস সিয়ারধঊঙ (২০/৫৬২)]

আজ আমাদের কি অবস্থা?  আমরা কি মাসে একবার ও কুরআন খতম দিতে পারি?মাস বাদ দিলাম ছয় মাসেও কি হয় না আমাদের? মাসে বা ছয় মাসে খতম দিতে গেলে প্রতিদিন একটা অংশ নির্দিষ্ট অংশ তিলাওয়াত করতে হবে। তার জন্য টাইম ম্যানেজম্যান্ট করে প্রায়োরিটি লিষ্টের শুরুতে রাখলেই পারছি ইনশাআল্লাহ।

## সময়ের অপচয় রোদ

ইসলামে যেহেতু সময়ের অনেক গুরুত্ব রয়েছে  তাই অপচয়ের কোনো অপশন নেই।আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন,"যখন তোমরা অবসর পাও,ইবাদতে রত হও"।সময় অপচয় দূরে থাক, অবসর সময় ও অপচয় করা যাবেনা।

📌সময়ের অপচয় রোদ করতে গেলে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে কোন কোন কাজে আমাদের সময় অপচয় হয়----

১.ফেসবুক :

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সাইট গুলো আজকাল সবচেয়ে সময় বিধ্বংসী মাধ্যম।একবার ডুকলে যেনো আর বের হওয়ার কথা মনেই থাকেনা।তাই এই ফাঁদে যেনো সময় নষ্ট না হয় তার জন্য কিছু উপায় অবলম্বন করা যাচ্ছে।

----প্রথমত, আমি কেনো ফেসবুকে ডুকছি নিজেকে সেটা জিগ্যেস করুন।

-----দ্বিতীয়ত,আমি কতক্ষণ ইউস করবো।

এই দুইটি বিষয় নিশ্চিত করে ফেবুতে ডুকলে আপনার সময় অপচয় অনেকটা রোদ করতে পারবেন।কিন্তু ডুকে মনে করবেন না যে একটু স্কলিং করে নেই তারপর কাজ করছি।না এমন করা যাবেনা, কখনই নয়,আপনাকে আপনার সময়ের অপচয় রোদ করতে দৃঢ় হতে হবে,শৃঙ্খল হতে হবে।

২.তাছাড়া আরো কিছু বিষয় সময় অপচয় কারী হতে পারে--

------অবসর পেলেই ফোন চেক করা।

------অপ্রয়োজনীয় গল্প গুজব করা।

------খাওয়া-দাওয়ায় অতিরিক্ত সময় দেয়া।

------প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘুমানো

এগুলো ও হতে পারে সময় অপচয় কারী উপকরণ। আপনিও একটি তালিকা করে নিতে পারেন কি কি কাজে আপনার সময় অপচয় হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এগুলো ত্যাগ করুন।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘কিয়ামত দিবসে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হওয়ার আগে আদম সন্তানের পদদ্বয় আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে সরতে পারবে না।

১. তার জীবনকাল সম্পর্কে, সকিভাবে অতিবাহিত করেছে?

২. তার যৌবনকাল সম্পর্কে, কী কাজে তা বিনাশ করেছে?

৩. তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে, কোথা থেকে তা উপার্জন করেছে?

৪. তা কী কী খাতে খরচ করেছে?

৫. সে যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছিল সে মোতাবেক কী কী আমল করেছে? (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ২৪১৬)

এই হাদিসটিতে বেশির ভাগ প্রশ্ন ইনডিরেক্টলি সময়ের ব্যাপারেই জিগ্যাসাবাদ।তাই একজন মুসলিম হিসেবে সময়ের অপচয় রোদ করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

আমরা এখন শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি, এতক্ষণ ধরে সময়ের গুরুত্ব,কীভাবে সময়কে কাজে লাগাবেন,আমাদের সালাফরা কীভাবে সময়কে কাজে লাগিয়ে অমর হয়েছেন,কীভাবে সময়ের অপচয় রোদ করবেন এসব পড়ে নিশ্চই আপনারও প্রবল ইচ্ছে করছে আপনার সময়কে দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কাজে লাগানোর!তাহলে এখন আপনার করণীয় হচ্ছে নিজেকে কথা দেয়া,প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হোন,মুষ্টিবদ্ধ হাতে এখনই সংকল্প করুন---

📌আমি আমার সময়কে সর্বোচ্চ কাজে লাগাবো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইনশাআল্লাহ।

📌আমি অনর্থক কাজে সময় নষ্ট করবো না ইনশাআল্লাহ।

যদি এসব সংকল্প ধরে রাখতে চান তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার কাছে দৌড়ে যান।

আল্লাহ কে বলুন, 'ইয়া রব, আমার সময়ে বারাকাহ দিন।আমার সময়কে পুংখানুপুংকভাবে কাজে লাগানোর তওফিক দিন।আমি একজন সময়ানুবর্তী মানুষ বানান আমিন।"অথাৎ আমাদের কে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে যাতে আমরা সফল হই।

তাছাড়া কিছু দিন পর আপনার এই সংকল্পে ভাটা পরতে পারে তাই সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে আবার একটু পড়ুন এতে আপনার প্রতিশ্রুতি আরো সতেজ হবে ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে, ইসলামে সময়ের গুরুত্বটা নিহিত পাঁচ ওয়াক্ত স্বলাত ওয়াক্ত মতো আদায় করার মাঝে।তাই সময়ানুবর্তী হতে আজ থেকেই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আউয়াল ওয়াক্তে আদায় করুন ইনশাআল্লাহ।অন্তরে গেঁথে রাখুন"

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتۡ عَلَى الۡمُؤۡمِنِيۡنَ كِتٰبًا مَّوۡقُوۡتًا ﴿সূরা নিস:১০৩﴾

নিশ্চই নামাজ মুসলমানদের উপর ফরজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।

বি.দ্র: এখানে কয়েকটি হাদিস ihadis.com থেকে নেয়া,কিছু লিখা যুগান্তর, প্রথমআলো,নয়াদিগন্ত নিউসপেপারের বিশিষ্ট ইসলামিক চিন্তাবিদদের লেখনি থেকে নেয়া হয়েছে। নবীজীর টাইম ম্যানেজম্যান্টের জন্য iom এর উস্তাদের শীটের সহায়তা নেয়া হয়েছে।